১৮

ভোরের কাগজ

তারিখ ... 04 JUN 199৮.
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

অনশন ভঙ্গ ❑ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ

বেসরকারি প্রাথমিক স্কুল শিক্ষকদের দাবি পর্যায়ক্রমে পূরণের আশ্বাস

কাগজ প্রতিবেদক : বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি গতকাল বুধবার রাতে তাদের আমরণ অনশন কর্মসূচি প্রত্যাহার করেছে। সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে শিক্ষক সমিতির নেতাদের দুদফা বৈঠকের পর গতকাল রাত সাড়ে ৮টায় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে আওয়ামী লীগ নেতা আমির হোসেন আমু তাদের কোমলপানীয় পান করিয়ে অনশন ভাঙান।

এরপর সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ শামসুল আলম ও মহাসচিব আক্কাস আলী শেখের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল রাতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে তার গণভবনের বাসভবনে গিয়ে সাক্ষাৎ করেন। প্রধানমন্ত্রী তাদের উদ্দেশে বলেন, সারা দেশের প্রাথমিক শিক্ষকগণ যাতে সম্মানের সঙ্গে জীবন যাপন করতে পারে সরকার সেই পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। প্রধানমন্ত্রী পর্যায়ক্রমে শিক্ষকদের দাবি মানার আশ্বাস দেন। সাক্ষাৎকালে শিক্ষক প্রতিনিধিবৃন্দ আগামী সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে প্রাথমিক শিক্ষকদের একটি মহাসমাবেশে প্রধানমন্ত্রীকে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানালে প্রধানমন্ত্রী তা গ্রহণ করেন।

সাক্ষাৎকালে আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য আমির হোসেন আমু, শিক্ষা সম্পাদক নুরুল ইসলাম নাহিদ, স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া এবং সাবেক ছাত্রনেতা অসীম কুমার উকিল ও এস এম কামাল হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, দিনের বেলা দুদফা বৈঠকে বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন শতকরা ১০ ভাগ বাড়ানোর ব্যাপারে শিক্ষকরা আশ্বাস পেয়েছেন। তবে কোনো সরকারি সূত্রে এ তথ্যের নিশ্চিত সমর্থন পাওয়া যায়নি।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানায়, গতকাল দুপুর ১টার দিকে সরকার সমর্থক প্রাথমিক শিক্ষকদের সংগঠন প্রাথমিক শিক্ষক ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক অধ্যাপক আবদুল মান্নান চৌধুরীর সঙ্গে মতিঝিলের একটি অফিসে অনশনরত শিক্ষকদের একটি প্রতিনিধিদলের

● এরপর – পৃষ্ঠা ২

অনশন ভঙ্গ ❑ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ

● প্রথম পাতার পর

বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক চৌধুরী সরকার ও অনশনরত শিক্ষকদের মধ্যে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করেন। এরপর সন্ধ্যার দিকে একই অফিসে আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য আমির হোসেন আমু ও অধ্যাপক আবদুল মান্নান চৌধুরীর সঙ্গে অনশনরত শিক্ষকদের প্রতিনিধিদের বৈঠক হয়। বৈঠক সূত্র জানায়, সরকারের প্রতিনিধিরা বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের দাবির সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেন এবং এই মুহূর্তে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার কারণে তাদের সকল দাবি মানা সম্ভব হবে না বলে উল্লেখ করেন। তবে পর্যায়ক্রমে তাদের সকল দাবি মেনে নেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়। বেসরকারি শিক্ষকদের বেতন ১০ ভাগ বৃদ্ধি এবং প্রধান শিক্ষকদের জন্য আলাদা বেতন স্কেল প্রদানের ব্যাপারে বৈঠকে দুপক্ষের মধ্যে সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া গতকাল রাতেই অনশন ভাঙা এবং অনশন ভাঙার পর প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধিদলের বৈঠকের সিদ্ধান্তও এই বৈঠকে নেওয়া হয়।

গতকাল রাত সোয়া ৮টার দিকে আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য আমির হোসেন আমু, এলজিআরডি প্রতিমন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, শিক্ষাবিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম নাহিদ, আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক আবদুল মান্নান, অধ্যাপক আবদুল মান্নান চৌধুরী প্রমুখ ওসমানী উদ্যানের অনশনস্থলে যান। এ সময় আমির হোসেন আমু উপস্থিত শিক্ষকদের বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে তিনি শিক্ষকদের অনশন ভাঙাতে এসেছেন এবং প্রধানমন্ত্রী তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষে তিনি কোমলপানীয় পান করিয়ে শিক্ষকদের অনশন ভঙ্গ করান।

অনশনের তৃতীয় দিন গতকাল সাতজন শিক্ষক অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে যান। দিনের বেলা ওসমানী উদ্যানে গিয়ে অনশনরত শিক্ষকদের সঙ্গে সংহতি জ্ঞাপন করেন গণফোরামের সাধারণ সম্পাদক সাইফুদ্দীন আহমদ মানিক, ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান মেনন, কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি সহিদুল্লাহ চৌধুরী, গণতন্ত্রী পার্টির আমিনুল ইসলাম বাদশা, বাসদের আহ্বায়ক খালেকুজ্জামান ভুঁইয়া, কৃষক শ্রমিক সমাজবাদী দলের নির্মল সেন, বাসদের আহ্বায়ক আ ফ ম মাহবুবুল হক, গণআজাদী লীগের আলহাজ্ব আবদুস সামাদ, সাম্যবাদী দলের দিলীপ বড়ুয়া, কমিউনিস্ট কেন্দ্রের ডা. অসীত বরণ রায়, জামাতে ইসলামীর আবদুল কাদের মোল্লা ও কামারুজ্জামান, জাগপার সভাপতি শফিউল আলম প্রধান, পিএনপির সভাপতি শওকত হোসেন নীলু প্রমুখ।

গতকাল এক সরকারি তথ্য বিবরণীতে বলা হয়, দেশের ১৯ হাজার ৫২৯টি রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৭৮ হাজার শিক্ষক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের বেতনের যথাক্রমে ৫০% হারে ৫২৫ টাকা, ৬২% হারে ৬৫১ টাকা এবং ৭১% হারে ৭৪৫ টাকা পেতেন। জাতীয় বেতন স্কেল ১৯৯৭ এবং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বর্তমান বর্ধিত বেতন অনুযায়ী রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনের সরকারি অংশ আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি করা হয়েছে। জুলাই ১৯৯৭ থেকে তারা যথাক্রমে ৮১২.৫০ টাকা, ১০০৭.৫০ টাকা এবং ১১৫৩.৭৫ টাকা পাবেন। বেতনের বকেয়া বর্ধিত অংশসহ বর্ধিত হারে অনুদান জুন ১৯৯৮ মাসে ছাড় করা হবে। বেতনের বর্ধিত অংশ প্রদানের জন্য বর্তমান অর্থবছরে সরকার ৩১.৪৭ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ করেছে। সরকার স্বউদ্যোগে অনেক আগেই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।